চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম- ২৯ মার্চ ২০১৭ খ্রি.

মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি উচ্চ বিদ্যালয় এর বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিটি মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, টেকসই উন্নয়নের জন্য দক্ষ ও শিক্ষিত মানব সম্পদের কোন বিকল্প নেই। আজকের ছাত্র-ছাত্রীরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদেরকে দক্ষ জনসম্পদে পরিনত করতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি নীতি নৈতিকতা, সৎ চরিত্রবান ও মূল্যবোধের শিক্ষায় শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে। ২৯ মার্চ ২০১৭ খ্রি.বুধবার সকালে মুসলিম এডুকেশন সোসাইটি উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এমইএস স্কুল পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি এ আর এম শামীম উদ্দিন। এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ৩২নং আন্দরকিল্লা ওয়ার্ড কাউন্সিলর জহর লাল হাজারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড চট্টগ্রামের বিদ্যালয় পরিদর্শক কাজী নাজিমুল ইসলাম, অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিসেস নুর নাহার। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিটি মেয়র আরো বলেন, বর্তমান সরকার বিনামূল্যে পাঠবই ও শিক্ষা উপকরন দিয়ে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং ভিশন ২০৪১ আলোকে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের আগে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিনত হবে।

চট্টগ্রাম- ২৯ মার্চ ২০১৭ খ্রি.

সিটি মেয়রের নিকট স্যুয়ারেজ বর্জ্য অপসারনে বিলগেটস ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ওসাপ ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ট্রাক (ভ্যাকুটাগ) হস্তান্তর করলেন

স্যুয়ারেজ বর্জ্য (মানববর্জ্য) অপসারনে বিলগেটস ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন ফর দ্য আরবান পুওর (ওসাপ) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে একটি 'ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ট্রাক' (ভ্যাকুটাগ) হস্তান্তর করলেন। ২৯ মার্চ ২০১৭ খ্রি. বুধবার, দুপুরে নগরভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে ওসাপ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের হাতে ভ্যাকুটাগের চাবি হস্তান্তর করেন। চাবিটি হস্তান্তর করেন ওসাপের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ম্যানেজার আবদুচ শাহিন। এ সময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, আধুনিক স্যুয়ারেজ পদ্ধতি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় না থাকায় মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কিছুটা ঘাটতি ছিল। তিনি বলেন, বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় চট্টগ্রাম নগরীতে স্যুয়ারেজ মাষ্টার প্লান তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়র বলেন, নগরবাসীর ট্যাক্সের উপর নির্ভর করে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা হয়। ইতিপূর্বে সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কার্যক্রম অনেকটা অনুদান নির্ভর ছিল। বর্তমান সরকার প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখছেন। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে প্রকল্পের অধীনে ৭ শত ১৮ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে। ৮ শত ৯৮ কোটি টাকার একটি প্রকল্প প্রি একনেকে অনুমোদনের পর আগামী একনেকে অনুমোদন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, জনপ্রত্যাশা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। তাছাড়াও নগরীর জনসংখ্যা আশংখা জনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানব বর্জ্যকে সম্পদে পরিনত করার চিন্তা ভাবনা সিটি কর্পোরেশনের রয়েছে। নানামুখী প্রতিবন্ধকতা, অপরাজনীতি, হিংসা, প্রতিহিংসা, বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচারের কারণে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেকটা বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। বাধা বিপত্তি ও সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা উত্তোলন ঘটিয়ে নগরবাসীর

সেবা নিশ্চিত করতে সিটি কর্পোরেশন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ভ্যাপুটাগ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সামসুদ্দোহা, সচিব মোহাম্মদ আবুল হোসেন সহ কাউন্সিলর ও এনজিও সমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম- ২৯ মার্চ ২০১৭ খ্রি.

সিটি গভর্নেন্স প্রকল্পের আওতায় গঠিত
নগর উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির ৭ম সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামো উন্নয়ন ও ইনক্লুসিভ নগর পরিকল্পনা উন্নিত করন কর্মসূচি (আইসিজিআইএপি) সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষে গঠিত নগর উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির ৭ম সভা ২৯ মার্চ ২০১৭ খ্রি. বুধবার, দুপুরে নগরভবনের ৩য় তলায় অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির সভাপতি ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় কমিটির সদস্য সচিব মোহাম্মদ আবুল হোসেন, কমিটির সদস্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত ৫ম পরিষদের ১৮টি স্থায়ী কমিটির সভাপতি, বিজিএমই'র পরিচালক মাহফুজুল হক শাহ, বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক চৌধুরী মোহাম্মদ ইশা ই খলিল, এম এ খালেক চৌধুরী, সিএমপি চট্টগ্রাম এর এডিসি ওয়াহিদুল হক চৌধুরী, চট্টগ্রাম ওয়াসার বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক ড. পীযুষ দত্ত, নারী ঐক্য বাংলাদেশের জান্নাতুল ফেরদৌস, শরনের পুর্নিমা বড়–য়া, কর্নফুলী গ্যাস ডিষ্ট্রিবিশন কো: ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী আবদুল হালিম, বিপিসিএল'র সহকারী প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমান, চট্টগ্রাম বন্দরের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সাইফুল হাসান চৌধুরী এবং জাইকার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিগত ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরনী অনুমোদন এবং আলোচ্যসূচির উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তৎমধ্যে হালনাগাদকৃত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প, সিটি কর্পোরেশন এলাকায় চলমান অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের অনুসন্ধান, সিজিপি ব্যাচ–১ এর অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং উন্নয়ন কর্মসুচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা এবং আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সভার সভাপতি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সিটি গভর্নেন্স প্রকল্পের আওতায় চলমান ২শত ১ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে নানাদিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২য় ব্যাচে প্রায় ৩শত ৩৪ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নের অপেক্ষায় আছে। ইতোমধ্যে পোর্ট কানেকটিং রোড এবং আগ্রাবাদ এক্সেস রোড সহ কয়েকটি প্রকল্পের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। মেয়র আশা করেন এয়ারপোর্ট রোডে চলমান ৩টি ব্রিজ এর নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ে সম্পাদিত হবে।

তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নানামুখী সেবার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, সরকারী ও ¯^ায়ত্বশাসিত এবং সেবাদান কারী সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাংখিত উন্নয়ন এগিয়ে নেয়া সহজ হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকারী পরিপত্র ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে। মেয়র আশা করেন সেবা দায়িত্বে নিয়োজিত সিডিএ, ওয়াসা, পিডিবি, টিএন্ডটি, গণপূর্ত, রোডস এন্ড হাইওয়ে, রেলওয়ে, বন্দর সহ যাবতীয় প্রতিষ্ঠান একে অপরের সহযোগিতায় সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে। এক্ষেত্রে কোন ধরনের জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। মেয়র বলেন, মাদক ও যানজট থেকে নগরবাসী মুক্তি চায়। তিনি তার ভিশন উপস্থাপন করে বলেন, মদুনাঘাট থেকে পতেঙ্গা পর্যন্ত প্রতিরোধ দেয়াল এবং খালের মুখে পাম্প হাউজ সহ ¯øুইচ গেইট নির্মাণের একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। তিনি আশা করেন, রেলওয়ের সাথে অমিমাংশিত সমস্যা সমূহ উভয়ের আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান করা সম্ভব হবে।

চট্টগ্রাম- ২৯ মার্চ ২০১৭ খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায়
ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সনজীদা শরমিন এর নেতৃত্বে ২৯ মার্চ ২০১৭ খ্রি. বুধবার, সকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। অভিযানকালে নগরীর সদরঘাট থানাধীন কালী বাড়ী রোড সংলগ্ন হোটেল মালাবার এর রান্না ঘরের পরিবেশ স্যাঁত স্যাতে, নোংরা ও অ¯^াস্থ্যকর এবং খোলা খাবারের মশা-মাছি বসার দায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইনে ২৫ হাজার টাকা ও মিষ্টির বাসি সিরা ব্যবহারের জন্য রাখা ও মিষ্টান্ন সামগ্রীর উপর মশা-মাছি বসা এবং আশ-পাশে মরা তেলাপোকা পড়ে থাকার দায়ে একই আইনে বোস ব্রাদার্সকে ১০ হাজার টাকা সহ সর্বমোট ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণও সিএমপি পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা করেন।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা